

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজরানা নাজনীন

রোলঃ 227021559

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাজরানা নাজনীন

রোলঃ 227021559

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাজরানা নাজরানী, আইডিঃ 227021559 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

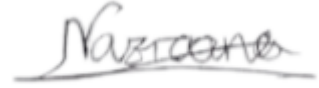
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সময়ের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নাজরানা নাজনীন

আইডিঃ 227021559

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
সময়ের গুরুত্ব বলতে কি বোঝায়	6
সময়ের গুরুত্বের প্রয়োজন	6
ইসলামে সময়ের গুরুত্ব	10
সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনিক আয়াত	11
সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস	13
সময়ের গুরুত্বের সুফল	16
সময় অবহেলা করার কুফল	16
নবী (স) যেভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন	18
সাহাবায়ে কেরামরা যেভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন	19
উপসংহার	20
তথ্যসূত্র	21

ভূমিকা

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব জাতির জীবন বিধান পবিত্র আল কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহতায়াল্লা বলেন, ‘তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল-মুমিনুন : ১১৫)।

মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই মানব জাতির জীবন বিধান পবিত্র আল কুরআনে সময় অপচয় ও অনর্থক কাজে ব্যয় করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

আল্লাহতায়াল্লা বলেন, ‘তারা কি ধারণা করে নিয়েছে তাদের অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল-মুমিনুন : ১১৫)।

ইসলামে মানুষের অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহতায়াল্লা বলেন, ‘কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।’ (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮)।

সুতরাং মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্ত অতীব দামি। প্রবাদ রয়েছে, ‘সময় এবং নদীর স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না’। সময় নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ। একই জলপ্রবাহে যেমন দুবার ডুব দেওয়া যায় না, তেমনি একই সময়কে দুবার পাওয়া যায় না।

সময়ের গুরুত্ব বলতে কি বোঝায়

আল্লাহর কিতাবে ‘আল আসর’ দ্বারা সময়কাল বুঝানো হয়েছে। সময় বলতে কি বুঝি, সংক্ষেপে সময় বলতে মুহূর্ত, ক্ষণ, সেকে-, মিনিট, ঘন্টা, দিন, রাত, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর, যুগ শতাব্দী বুঝায়। সময়ই জীবন, জীবনের অপর নাম সময়। জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়া অর্থ প্রতিটি মুহূর্ত ও সময় সম্পর্কে বান্দা আল্লাহর মাধ্যমে জিজ্ঞাসিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, পার্থিব জগতের সবকিছু সুখ শান্তি সুস্থতা, অসুস্থতা, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় সময়ের মাঝেই আবর্তিত ও পরিবেষ্টিত। মনীষীরা বলেছেন, সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করেনা। জীবনে অনেক কিছু ফিরে আসে, ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু সময়কে ফিরিয়ে আনা যায় না। সময়ের শুরু আছে শেষ আছে। আমাদের জীবনের সময় সীমিত। আমাদের ইহকালীন সময় কখন শেষ হবে কারো জানা নেই। আল্লাহ আমাদের মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। প্রত্যেককে মরতে হবে। كل نفس ذائقة الموت প্রত্যেক আত্মা মরণশীল। [সূরা আনকাবুত: আয়াত-৫৭]

সময়ের গুরুত্বের প্রয়োজন

কার জীবনের কতটুকু সময় বরাদ্দ কারো জানা নেই। জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উত্তম ও মহৎ কাজে সদ্যবহার করতে পারলেই

জীবনটা হবে সফল ও স্বার্থক। সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথ কাজে লাগানোর নামই সময়ের সদ্যবহার।

আজ আমাদের সমাজে সবচেয়ে গুরুত্বহীন যদি কিছু থেকে থাকে, তা আর কিছু নয়; বরং শৃঙ্খলার প্রতি অবহেলা ও সময়কে অবমূল্যায়ন করা। বাস্তবিক পক্ষে সময় ও শৃঙ্খলার গুরুত্বের প্রতি আমাদের ইতিবাচক অনুভূতি অনেক কমে গেছে। ফলে মুহূর্তকালকে মূল্যায়ন না করার কারণে আমাদের পুরো জীবনটাকেই খুব সহজে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলছি আমরা।

সত্যি কথা হলো- যদি জীবনযাত্রায় আমরা সময়ের মর্যাদা না দেই এবং মূল্যবান সময়কে হেলায়-ফেলায় ও গাফলতির মাধ্যমে অতিবাহিত করি, একই সঙ্গে যদি সময় নষ্ট হয় মন্দ ও অনর্থক কাজে, তাহলে আমাদের সামনে হতাশা ও লজ্জা ছাড়া আর কী অপেক্ষা করছে?

পবিত্র কোরআনে সুরা ফাতিরের ৩৭ নাস্বার আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতো? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আজাব আশ্বাদন করো, আর জালিমদের কোনও সাহায্যকারী নেই।’ এটাই সেই মৌলিক দর্শন যার মাধ্যমে ইসলামে শৃঙ্খলা ও সময়ের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সময়কে অবহেলায় নষ্ট না করার প্রতি সতর্ক করা

হয়েছে। সুরা আসরের মধ্যে আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘সময়ের কসম। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে (কারণ তার সময় (জীবন) ফুরিয়ে যাচ্ছে)।’

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, দু’টি নেয়ামতের ব্যাপারে মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তা হলো- সুস্থতা ও অবসর। (বুখারি ও সুনানে তিরমিজি) মহান আল্লাহ মানুষকে শারীরিক সুস্থতা ও অবসর সময় উপহার দিয়েছেন। মানুষ মনে করে যে, এগুলো স্থায়ী, কখনও হাতছাড়া হবে না। কিন্তু বাস্তব কথা হলো- তাদের মধ্যে এ চিন্তা শয়তানি ওয়াসওয়াসা ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা পাঁচটি জিনিসের আগে পাঁচটি জিনিসকে মূল্যায়ন করো। তা হলো- এক, যৌবনকে মূল্যায়ন করো বার্ধক্যের আগে। দুই, সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো অসুস্থতা আসার আগে। তিন, সচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করো দারিদ্র্য আসার আগে। চার, অবসরকে মূল্যায়ন করো ব্যস্ততা আসার আগে এবং পাঁচ, জীবনকে মূল্যায়ন করো মৃত্যু আসার আগে। (মুত্তাদরাকে হাকেম)।

এই হাদিসের মধ্যে প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য শিক্ষা এই যে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অতিবাহিত করতে হবে। এই জীবনকে মৃত্যুর আগে গণিমত মনে করে একথা মাথায় রাখতে হবে যে, কেয়ামতের দিন জীবনের

প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। আর হিসাব দিতে হবে জনসম্মুখে। এজন্য সময় থাকতেই এর মূল্য দেওয়ার অনুশীলনের সুযোগ এখন থেকেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন। আমীন।

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার মাঝে সময় অন্যতম। এ নেয়ামতের গুরুত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীর শুরু থেকেই রাক্বুল আলামিন চাঁদ-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বুঝা যায়। এ ছাড়া শরিয়তের বিধিবিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইসলামের প্রতিটি ইবাদতের জন্য আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। হজ নির্দিষ্ট সময় পালন করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, জাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল হলে নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছেন, ফরজ নামাজের জন্যও একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে, ‘নিশ্চয়ই নামাজ মুসলমানদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ।’ (সুরা নিসা : ১০৩)। এভাবে শরিয়তের অন্যান্য আহকামের মাঝেও সময়ের মালা গাঁথা রয়েছে।

পরকালে সময়ের হিসেব দিতে হবে : সময় ও জীবন আল্লাহর অমূল্য দান। সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারই জীবনের সফলতা। সময়ের অপচয় ও অপব্যবহার জীবনের ব্যর্থতা। সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা বা অপব্যবহার করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর দরবারে।

সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনিক আয়াত

সময় আল্লাহর দান। সময়ের সমষ্টিই জীবন। মানবজীবনে সময়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, তাই সময়ের মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।

- আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়; যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে সহায়তা করে।’ (সুরা আসর, আয়াত: ১-৩)।
- সময়ের হিসাবের নিমিত্তে আল্লাহ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা, ‘তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তাদের মনজিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পারো। আল্লাহ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।’ (সুরা: ১০ ইউনুস, আয়াত: ৫)।
- ‘আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনজিল; অবশেষে সেটি শুষ্ক বক্র পুরোনো খজুর শাখার আকার ধারণ করে।’ (সুরা: ৩৬ ইয়াসিন, আয়াত: ৩৮-৩৯)।
- নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস ১২টি।’ (সুরা: ৯ তাওবা, আয়াত: ৩৬)।

- আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও। এবং নিজের রবের প্রতি মনোযোগ দাও।’ (সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮)
- আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘(হে রাসূল) যদি তুমি দেখতে! অপরাধীরা যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে মাথা নত করে বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম ও শুনলাম এখন তুমি আমাদের পুনরায় (পৃথিবীতে) পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব। নিশ্চয়ই আমরা (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী (সূরা আস সাজদাহ : ১২)।
- আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।’ (সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১)।

মানুষকে এমনিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সময় নিয়ে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সেই অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন।

সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদিস

আল্লাহর রাসূল স: হাদীসের শুরুতে বলেছেন اِغْتَنِمْ خُمْسًا قَبْلَ خُمْسٍ অর্থাৎ পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটি বিষয়কে গুরুত্ব দাও। তিনি চাইলে এখানে احفظ অর্থাৎ সংরক্ষণ কর অথবা বলতে পারতেন اهتَمِ অর্থাৎ গুরুত্ব দাও। যদিও হাদীসের শাব্দিক অর্থে اهتَمِ তথা গুরুত্ব দাও অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন উল্লেখিত পাঁচটি বিষয় গনিমতের মতো যা মানুষ কোন রকম হিসেব ছাড়া লাভ করে। পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে গনিমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে।

গনিমত শব্দের ব্যবহারে আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ আর্থ: আরো وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اَللّٰهُ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা কিছু তোমরা (গনিমত) লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন এতীম, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য। (সূরা আনফাল: ৪১)। অত্র হাদীসে আল্লাহর রাসূল স: বুঝাতে চেয়েছেন যে গনিমতের সম্পদ যেমন মানুষ লুপে নেয়, সবচেয়ে দামিটাকে আগে প্রাধান্য দেয় তেমনি মানুষের উচিত তার জীবন চলার পথে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের আগে পাঁচটি বিষয়কে গনিমতের মত লুপে নেওয়া। মানুষ যেন এই পাঁচটি বিষয়কে আকর্ষণীয় সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। গনিমতের মাল যেমন পিছনে ফেলে আসলে আর ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা তেমনি উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেলে তা ফিরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

- একদা রাসুলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগ্য কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগ্য তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি-২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ-১৭৭৩৪)।
- যারা সময়ের মূল্য বুঝতে না পেরে তা অপচয় করে তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সতর্ক বাণী হচ্ছে, ‘দুটি নেয়ামত বা অনুগ্রহের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত : সুস্থতা ও অবসর।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪১২)
- রাসুলুল্লাহ (সা.) সময়কে সম্পদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘পাঁচ বিষয়কে পাঁচ বিষয়ের আগে মূল্য দাও : ১. মৃত্যুর আগে জীবনকে, ২. অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, ৩. ব্যস্ততার আগে অবসরকে, ৪. বার্ষিক্যের আগে যৌবনকে, ৫. দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতাকে। (সহিহুল জামে, হাদিস : ১০৭৭)
- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগে আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরতে পারবে না। ১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? ২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে? এবং ৪. তা কী কী খাতে খরচ

করেছে? ৫. সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল
করেছে? (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

সালাফে সালাহীনরা সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে যা বলেছেন-

- বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেছেন, ‘আমি ওই দিন বেশি
লজ্জিত হই যেদিন সূর্য উদিত হয়েছে এবং আমার নির্ধারিত সময় কমেছে।
কিন্তু আমার আমল বৃদ্ধি পায়নি।’
- উমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) বলেছেন, ‘রাত ও দিন তোমার সামনে
কাজ করে যাচ্ছে। অতএব তুমিও তাদের মধ্যে কাজ কোরো।’
- হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন, ‘হে আদম সন্তান, তুমি তো দিনের সমষ্টি।
একদিন চলে যাওয়ার অর্থ তোমার কিছু চলে যাওয়া।’ তিনি আরো বলেছেন,
‘আমি এমন একদল লোক পেয়েছি, যারা সময়ের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব
দিতেন, যা দিরহাম ও দিনারের প্রতি তোমাদের আগ্রহের চেয়ে বেশি ছিল।’
(কিমাতুজ জামান, পৃষ্ঠা : ২৭)
- মুহাম্মদ বিন কুদামা (রহ.) বর্ণনা করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর
এক সন্তান মারা যায়। তিনি সন্তানের কাফন ও দাফন কার্যক্রমে অংশ নিতে
পারেননি। যেন আবু হানিফা (রহ.)-এর কোনো দরস হারিয়ে না যায়। তাঁর
আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিরা তার সন্তানকে দাফন করে। (মানাকিবু আবি
হানিফা, পৃষ্ঠা : ৪৭২)

সময়ের গুরুত্বের সুফল

সময়ের কাজ সময়ে করলে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ফলে ওয়াক্ত অনুযায়ী আমল করায় কোনো বাধা আসে না। আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা যায় এবং অটেল সাওয়াবের অংশিদার হওয়া যায়।

নবী-রাসূলগণ যেভাবে সময়কে মূল্য দিয়ে এর সদ্যবহার করতেন, আমাদেরও উচিত তাদেরকে অনুসরণ করা। এর ফলে আমরাও পেতে পারি মহান আল্লাহর অপার সৌন্দর্যে ভরা জান্নাত। যা পাওয়া আমাদের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সময় অবহেলা করার কুফল

আল্লাহতায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য অসংখ্য নেয়ামত রেখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সেই নেয়ামতগুলোর অকৃতজ্ঞতায় মত্ত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতগুলোর অপব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত। এরশাদ হচ্ছে, ‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সূরা আসর : ১-৩)। রাসূল

(সা.) এরশাদ করেন, ‘দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে, যে বিষয়ে মানুষ ধোঁকায় থাকে। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।’ (বোখারি : ৬৪১২)।

অনেকে আবার অবসর সময়ে প্রচুর পরিমাণে পরনিন্দায় ডুবে থাকি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, আজকাল মসজিদের মতো পবিত্র জায়গায় বসেও মানুষ অন্যের গিবতে লিপ্ত হয়ে যায়। যা জঘন্য অপরাধ। অথচ গিবত ও অপরের দোষচর্চা নিকৃষ্টতম অভ্যাস। এরশাদ হচ্ছে, ‘পেছনে ও সামনে প্রত্যেক পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ-ধ্বংস।’ (সুরা হুমাজা : ১)

নবী (স) যেভাবে সময়ের সদ্যবহার করতেন

রাসুল (সা.) কী পরিমাণ সময়ের মূল্য দিতেন, তা তাঁর ইবাদত ও আমল থেকে বুঝা যায়। তিনি প্রতিদিন সকালে দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ! আজ দিনের প্রথম অংশকে আমার জন্য উপকারী বানিয়ে দিন, তার মধ্যাংশকে সাফল্যমন্ডিত করুন এবং শেষাংশকে শুভ করুন।’ অসংখ্য হাদিসে সময়ের মূল্য ও জীবনের গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ রয়েছে। রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, ‘পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয় আসার পূর্বে গনিমত মনে করো; বার্ষিকের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্রের আগে স্বচ্ছলতাকে, কর্মব্যস্ততার আগে অবকাশকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।’ (সুনানে বায়হাকি : ১০২৪৮)।

সময়ের সঠিক ব্যবহারে শিথিলতা প্রদর্শন করা জীবনের মূল পুঁজি ধ্বংসের নামান্তর। সময়ের সঠিক ব্যবহার মোমিনকে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছে দিতে পারে। অপরদিকে সময়ের অবহেলায় নিষ্কিণ্ত হতে পারে জাহান্নামে।

সাহাবায়ে কেরামরা যেভাবে সময়ের সদ্যবহার করতেন

যারা সময়ের গুরুত্ব দিয়েছেন, ইতিহাসে তারা স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। সময়কে কাজে লাগিয়ে তারা জীবনকে দিয়েছেন পূর্ণতা। কালের বাঁধন পেরিয়ে অর্জন করেছেন কালান্তরের অমরত্ব। সময়ের মূল্য দেওয়া মুসলমানদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় কর্তব্য। এরশাদ হচ্ছে, ‘যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয়, তাদের জন্য তিনি পরিবর্তনশীলরূপে রাতদিন সৃষ্টি করেছেন।’ (সূরা ফোরকান : ৬৪)।

সময়কে মূল্যায়ন করে যারা বড় হয়েছেন, তাঁদের অন্যতম একজন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতকালেও একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তারত ছিলেন। আরেকজন হলেন হজরত দাউদ তাঈ (রহ.); যিনি রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন, ‘রুটির বদলে ছাতু খেলে ৫০টি আয়াত বেশি তেলাওয়াত করা যায়।’ আরেকজন হলেন বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ খলিল ইবনে আহমদ (রহ.)। তিনি বলতেন, ‘আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্যকর লাগে খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু।’ (সাফহাতুম মিন সাবরিল উলামা)।

উপসংহার

সময়ের এতো গুরুত্ব হওয়াসত্ত্বেও অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। অথচ এরশাদ হচ্ছে, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যতোক্ষণ না তোমরা সমাধিসমূহ দেখতে পাও (তোমাদের মৃত্যু হয়)। এটি কখনও সঙ্গত নয়; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আবারও বলি, এটি মোটেই সমীচীন নয়; তা তোমরা অনতিবিলম্বে জানতে পারবে।

আজকাল অনেকে অবসর সময় টিভি দেখে কাটাতে পছন্দ করে। তারা সারাক্ষণ বিভিন্ন মিউজিক চ্যানেল কিংবা মুভি দেখে সময় কাটাতে ভালোবাসে। এতে আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে নিজের সময় নষ্ট ও শারীরিক ক্ষতি হয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো, এটি মানুষের ধ্বংসের কারণও। রাসুল (সা.) এরশাদ করেন, ‘আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে। আর তাদের মাথার ওপর বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীদের গান বাজতে থাকবে। আল্লাহতায়ালা তাদেরকে জমিনে ধসিয়ে দেবেন এবং তাদের কিছু লোককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।’

জীবন চলার বাঁকে বাঁকে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানুষ ব্যাধি ও জরাগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সময় থাকতে এখনই সময় সচেতন হতে হবে।

তথ্যসূত্র

- <https://www.prothomalo.com/opinion/column/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%8F%E0%A6%A4-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4>
- <https://www.jugantor.com/todays-paper/features/islam-and-life/575242/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4>
- <https://www.banglatribune.com/others/860618/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A4>

0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%

BF-%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%8F%E0%A6%A4-

%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A

4%E0%A7%8D%E0%A6%আচ

4. <https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestyle/2023/08/24/1311446>
5. <https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestyle/2023/07/11/1297577>
6. <https://www.dawahcircle.com/hadith/7957/>
7. <https://m.dailyinqilab.com/article/415813/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B9%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%আচ>
8. <https://www.anjumantrust.org/2022/12/05/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%AF%E0%A6%BC-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A4->

%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A
E/